জামাআত কায়েদাতুল জিহাদের অফিসিয়াল ম্যাগাজিন
“উম্মাতুন ওয়াহিদাহ” থেকে অনূদিত

উম্মাহর মুজাহিদগণ উম্মাহর জন্য যুদ্ধ করছেন

শায়খ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

[জামাআত কায়েদাতুল জিহাদের অফিসিয়াল ম্যাগাজিন “উম্মাতুন ওয়াহিদাহ, ইস্যু-০১” থেকে অনূদিত]

উম্মাহর মুজাহিদগণ উম্মাহর জন্য যুদ্ধ করছেন

শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ!

পরকথা...

আমার নিকট দাবি জানানো হয়েছে, আমি যেন আমাদের বরকতময় নতুন পত্রিকা "উম্মাতুন ওয়াহিদাহ" এর জন্য একটি প্রবন্ধ লিখি। আমি এটাকে আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় মনে করলাম। আল্লাহর নিকট দু'আ করি, আমি যেন এর সাথে যুক্ত হতে পারি।

তাই আমি এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম, যা আমার হৃদয় থেকে নির্গত হয়েছে। আর আল্লাহর নিকট দু'আ করি, যেন তা মানুষের হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছে।

আমার সম্মানিত ও প্রিয় ভাইয়েরা! জেনে রাখুন, জিহাদ হল আল্লাহর পথে দাওয়াত প্রদান ও তাওহিদের কালিমা প্রচার-প্রসারের মাধ্যম, যতক্ষণ না ফেৎনা পরিপূর্ণ নির্মূল হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফেৎনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।" -সূরা আনফাল: ৩৯

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আরো বলেন:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"তারা এমন, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর সকল বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহরই হাতে।" – সূরা হজ্জ: ৪১

এমনিভাবে জিহাদের বিধান দেওয়া হয়েছে মুসলমানদের পবিত্র বস্তুসমূহ রক্ষা করার জন্য ও মাজলুমদের থেকে জুলুম দূর করার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

“তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না, অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে: হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে উদ্ধার করুন, যার অধিবাসীরা জালিম। আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক প্রেরণ করুন এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী পাঠান।

যারা ঈমানদার, তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে। তাই তোমরা তাগুতের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।” সূরা নিসা: ৭৫-৭৬

তাই যেকোন মুজাহিদ গ্রুপের উপর আবশ্যক হল এই ঐশী আদেশকে মজুবতভাবে আঁকড়ে ধরা এবং ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত না হওয়া, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4)

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন যে কাজ করা না, তা বলে বেড়াও। আল্লাহর নিকট এটা অত্যন্ত ক্রোধের বিষয় যে, তোমরা যে কাজ করবে না, তা বলে বেড়াবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সকল লোকদের ভালবাসেন, যারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় কাতারবদ্ধ হয়ে তার পথে যুদ্ধ করে।” -সূরা সফ: ২-৪

বর্তমানে জিহাদ ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বহুসংখ্যক দেশের মুসলমানগণ জেগে উঠেছেন। এটি একটি বড় নেআমত, যা বিগত কয়েক যুগ ধরে বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেনি। তাই আমাদের উচিত, আমাদের গুনাহ ও শৈথিল্যের দ্বারা এ নেআমতের অকৃতজ্ঞতা না করা। বরং আমাদের যবান, কাজ ও অন্তর দ্বারা এর জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন:

اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

“হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল কর। আমার বান্দাদের মধ্য থেকে কম সংখ্যকই কৃতজ্ঞ।” -সূরা সাবা: ১৩

এ নেআমতের কৃতজ্ঞতার একটি বড় উপায় হল, আমাদের জাতি যেন কথা ও কাজে আমাদের মাঝে সততা পায়। তাই আমরা যখন মশওয়ারার দাওয়াত দিব, তখন আমাদেরকে আমাদের নিজেদের

মাঝেও মশওয়ারা বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা যখন উম্মাহকে শরয়ী শাসনের দিকে আহ্বান করব, তখন আমাদের নিজেদেরও উচিত, শরয়ী বিচার থেকে পলায়ন না করা।

আমরা যখন দাবি করি যে, আমরা উম্মাহর সম্মানিত বিষয়সমূহের প্রতিরক্ষা করি, তখন আমাদের উপর আবশ্যক হল, আমরা নিজেরাই যেন তা লঙ্ঘন না করি এবং আমাদের মুসলিম মুজাহিদ ভাইদের উপর আক্রমণ না করি। আমরা যখন একতার দিকে আহ্বান করি, তখন আমাদের উপর আবশ্য হল, আমরা যেন আমাদের নেতৃবৃন্দের সাথে অবাধ্যতা না করি। আমরা যখন শ্রবণ ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করি, তখন আমাদের উপর আবশ্যক হল, আমরা নিজেরা যেন এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করি। আমরা যখন প্রতিশ্রুতি ও বায়আত রক্ষার আহ্বান করি, তখন আমাদের উপর আবশ্যক হল, আমরা নিজেরা যেন তা ভঙ্গ না করি।

আমরা যখন ভিনদেশী আগ্রাসী কাফেরদেরকে মুসলিম দেশসমূহ হতে বিতাড়নের আহ্বান করি, তখন আমাদের উপর আবশ্যক হল, আমরা যেন অন্তঃকলহের মাধ্যমে জিহাদী সমাজকে চুরমার করে না ফেলি। আমরা যখন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের প্রতি আহ্বান করি, তখন আমাদের উপর আবশ্যক হল, আমরা যেন নিজেদের মাঝে তা বাস্তবায়ন করি।

আমরা কি সেই বীরত্বের অধিকারী হতে পারি, যার অধিকারী ছিলেন আমাদের শায়খ, ইমাম ও মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ., যখন তিনি শায়খ আতিয়্যাতুল্লাহ আললিবী রহ. এর উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন:

“এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, যার প্রতি আমাদের সতর্ক হতে হবে। তা হল: আমরা এমন কিছু কিছু অভিযান পরিচালনা করি, যাতে এ বিষয়ের প্রতি খেয়াল করা হয় না যে, তা সাধারণ মুসলমানদের মাঝে মুজাহিদদের প্রতি বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করবে কি কিনা। এগুলো আমাদেরকে কিছু লড়াইয়ের দিকে ঠেলে দেয় আর মূল টার্গেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যর্থ করে দেয়।

সূক্ষ্ম বিচারে এটা এই দাবি করে যে, প্রতিটি অভিযান পরিচালনার পূর্বে আমরা তার ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিকগুলো বিবেচনা করব এবং চিন্তা করব যে, কোনটা অগ্রগণ্য বা প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত।

একারণে আমি এমন একটি বিবৃতি রিলিজ করতে চাই, যার মধ্যে আমি এই আলোচনা করব যে, আমরা একটি নতুন ধাপ শুরু করব, পূর্বে আমাদের থেকে তাড়াহুড়াবশত যা-কিছু হয়েছে, তার

সংশোধনের জন্য। আর এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর রহমতে উম্মাহর এমন বিরাট অংশের আস্থা ফিরিয়ে আনব, যারা মুজাহিদীনের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আর মুজাহিদীন ও তাদের উম্মাহর মাঝে যোগাযোগের পন্থাগুলো বৃদ্ধি করব"।

আমরা কি এই বীরত্বটুকুর অধিকারী হতে পারব? যা আমাদেরকে উম্মাহর অনুসরণীয় বানাবে এবং আমরা তাদের আস্থা ও সমর্থন অর্জন করতে পারব?

আমাদের সর্বশেষ কথা: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মদের উপর এবং তার পরিবাবর্গ ও সাহাবীদের উপর।

আপনাদের ভাই আইমান আয-যাওয়াহিরী